**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.97 - 100)
**Published in December, 2025**

# রবীন্দ্রনাথের ঋতু সংগীতের ধারায় 'শারদোৎসব' নাটকের গান (১৯০৮)

মিশকাতুল মমতাজ*

**প্রতিপাদ্যসার:** 'শারদোৎসব' - নাটকটির নামেই বোঝা যায় নাটকটি শরৎ ঋতুর উৎসবের নাটক। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসবের জন্য এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। নাটকের নামে উৎসব থাকলেও এই নাটকের উৎসব প্রধান বার্তা নয়। এই নাটকেই রয়েছে রূপকের আকারে রয়েছে গভীর জীবনবোধের উপলব্ধি। এই প্রবন্ধে 'শারদোৎসব' নাটকের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। ঋতুসঙ্গীতের ধারার 'শারদোৎসব' নাটকের গানগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করে, নাটকে গানগুলো ব্যবহারের সার্থকতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

**মূল প্রবন্ধ:**

১৯০৮ সালে প্রকাশিত শারদোৎসব একটি ঋতু নাট্য। শারদোৎসব নামটির মাধ্যমেই বোঝা যায় এটি শরতের উৎসবের নাটক। রবীন্দ্রনাথের রচিত ঋতু সংগীতের পালার প্রথম রচনা। এটি একটি রূপক- সাংকেতিক নাটক। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ঋতু উৎসবের শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৩১৩ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিনে। ১৩১৫ সালের বর্ষা উৎসবের পর ভাদ্র মাসে রচিত 'শারদোৎসব' নাটক ছিল কবির ঋতুচক্র পুজার প্রথম অর্ঘ্য (মুখোপাধ্যায় ১৯৪-১৯৬)।

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির যে আহ্বান ও বার্তা মানুষের কাছে এসে পৌঁছায়, তাকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ, হৃদয়ের মধ্যে স্বীকার করে নেবার জন্যই ঋতু উৎসব। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় কবি লিখেছিলেন –

"মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড় হইয়া ওঠে। নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নতুন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহবান করে- সেই হৃদয়ে যদি কোন রং না লাগে, কোন গান না জাগিয়া ওঠে তাহলে মানুষের সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসব গুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব ঋতু উৎসবেরই একটি নাটকের পালা" (রায় ৫৪) ।

ঋতু কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার চিন্তার মূলত সুচনা শারদোৎসব নাটক রচনা থেকেই। এরপর রবীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্টি হয়েছে নাটক 'ফাল্গুনী', 'বসন্ত' ,'নবীন' 'শেষ বর্ষণ' 'শ্রাবণ গাথাঁর' মতন ঋতু উৎসব কেন্দ্রিক রচনা। এইসব ঋতু নাটকে কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা টুকুই নয়, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে নেওয়ার আয়োজন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্নভাবে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরকে দিয়ে অভিনয় করানোর জন্য শারদোৎসব নাটকটি রচনা করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে বালকদের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। তাই এতে কোন নারী চরিত্র নেই। শারদোৎসব নাটকের

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চরিত্রগুলো হলো সন্ন্যাসী, ঠাকুরদাদা, লক্ষেশ্বর, উপনন্দ, রাজা, রাজপুত এবং বালকগন। শারদোৎসব দৃশ্য বিন্যাস অন্যান্য নাটকের চেয়ে কম। মাত্র দুটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এই নাটক। নাটকের বিষয়টি হল উৎসব আর তার সূত্র ধরে এসেছে প্রচুর গান যা এই নাটকের জন্য অপরিহার্য উপাদান।

শারদোৎসব নাটক শুরু হয় ভুমিকা সংগীত 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি' গানটি দিয়ে। ভুমিকা সংগীতটি বাদে এই নাটকের গানের সংখ্যা ৯টি। প্রথম দৃশ্যে ১টি গান এবং ২য় দৃশ্যে রয়েছে ৮ টি গান। ১ম দৃশ্যে বালকের কণ্ঠে গান আছে একটি 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে / বাদল গেছে টুটি / আজ আমাদের ছুটি' - বিভাস-বাউলের সুরে শিশু কিশোরদের জন্য একটি অসাধারণ ছুটির গান এই রচনা। ২য় দৃশ্য শুরুই হয় ঠাকুরদাদা ও বালকের মিলিত গান দিয়ে। বাউল সুরে রচিত এই গানটি হল 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় / লুকোচুরির খেলা / নীল আকাশে কে ভাসালে / সাদা মেঘের ভেলা'। এরপর ঠাকুরদাদা স্বয়ং গেয়েছেন 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান / দাঁড় ধরে আজ বোস রে সবাই টানরে সবাই টান'। গানটি সিন্ধু ভৈরবী রাগে এবং তেওড়া তালে রচিত। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এই নাটকে রয়েছে মোট তিনটি গান ১ম গানটি হল 'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ / দুঃখের অশ্রুহার / জননী গো গাঁথব তোমার / গলায় মুক্তাহার' আরেকটি শরৎবন্দনা সংগীত নবকুন্দধবলদল- সুশীতলা / অতি সুনির্মলা সুখসমুজ্জলা / শুভ সূবর্ণ আসনে অচঞ্চলা' এবং এবং শরতের দ্বার খোলার গান 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু দেখি নাই / এমন তরনী বাওয়া'। আরো আছে ঠাকুরদাদার ও বালক দলের সমবেত গান 'আমরা বেধেঁছি কাশের গুচ্ছ' এবং আমার নয়ন ভুলানো এলে'। বন্দনাকারীদের মুখে রাজার জয় কামনা করে গাওয়া গান মিশ্র কানাড়া রাগে ঝাপঁতালের গান 'রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে' ।

শারদোৎসব নাটকে প্রায় সব গানেই রয়েছে শরৎ প্রকৃতির বর্ননা। ভারতীয় রাগ শাস্ত্রে ৬ ঋতু কে যুক্ত করা হয়েছে ৬ রাগের সাথে (রায় ৫৭)। শরৎ ঋতুর জন্য নির্ধারিত রাগ হল ভৈরোঁ বা ভৈরব। শারদোৎসব নাটকে ভৈরবের রাগের আঁধারে কোন গান নেই, তবে ২টি গান বাদে (বাউল সুরে আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় এবং মিশ্র কানাড়ায় রাজ রাজেন্দ্র জয় জয়তু হে) বাকি গানগুলোতে কোনোনা কোনো ভাবে নানা প্রভাতী রাগের স্পর্শ আছে। যেমনঃ 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি' এবং 'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া' - ভৈরবী রাগ, 'আনন্দের সাগর হতে' - সিন্ধু- ভৈরবী, 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে'- বিভাস-বাউল, 'তোমার সোনার থালায় সজাব আজ' - ললিত, 'নবকুন্দধবলদল- সুশীতলা'- রামকেলী, 'আমরা বেধেছি কাশের গুচ্ছ' - মিশ্র রামকেলী, 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' - আলেয়া রাগে। গানগুলোর আশ্রয় যেসব রাগ রাগিণী; তার সবগুলোই উষা প্রভাতের আভাস এনে দেয়। ফলে সমস্ত নাটকে এক মেঘমুক্ত প্রভাতের স্নিগ্ধতা আমরা দেখতে পাই।

কবির এই ঋতু নাটকে শরতের গানগুলোর কথার মাধ্যমেই শরৎ ঋতুর বিশেষত্ব খুজে পাওয়া যায়, কবির চেতনায় শরৎ ঋতুর যে রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে যেন গানের কথা আর সুর প্রভাতের সঙ্গে একেবারে ওতোপ্রতভাবে মিলে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভবে শরৎ ঋতু - "একেবারে নবীন বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলি ফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো; আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা" (ঠাকুর ৫৩৯) ।

**রবীন্দ্রনাথের ঋতু সংগীতের ধারায় 'শারদোৎসব' নাটকের গান (১৯০৮)**

এই রং-ই কবি দেখেছেন ধানের ক্ষেতের সবুজে, আকাশের নীলে, প্রভাতের কাঁচা সোনা রঙের রোদে। এই নাটকেই সন্ন্যাসীর কাছে আমরা শুনি শরতের উৎসবের সেই আলোর কথা। যে আলোতে চক্ষু সার্থক হয়, শরীর পবিত্র হয়, মন প্রশান্ত হয়। সেই আলো আর আকাশের মিলনে যেন বাইরে আজ শুভ্র সোনা রোদ ঢেলে দিয়েছে। আলো আকাশের মিলনের মতন। আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারবো কি করে?

কবির এই মিলনের উৎসব সম্পূর্ণতা পেয়েছে এই নাটকের গানগুলিতে। কবির অনুভবে শরতের রূপময় প্রকাশ, শরতের সুর আর গানের প্রভাতী সুর একেবারে মিলে গেছে। গানে যদি দেখি, 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' অথবা শারদলক্ষ্মীর আবাহন এর গান 'আমরা বেধেছি কাশেঁর গুচ্ছ', আগমনী গান 'লেগেছে অমল ধবল পালে' এবং বরণের গান 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' সেই মিলনের উৎসবেরই যোগ্য প্রকাশ। গানগুলো শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যতেই নয় শরৎ প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তোলার আকুলতা কেউ প্রকাশ করে।

কিন্তু উৎসবই এই নাটকের চরম কথা নয় নাটকের প্রকাশ রূপে তা বোঝা গেলেও তার ভেতরেই রয়েছে এক গভীর জীবনবোধের উপলব্ধি। শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দর তার প্রভুর ঋণ শোধ করছে। রাজসন্ন্যাসী এই ঋণ পারিশোধের প্রেম, এই অক্লান্ত আত্মউৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তখনি তার মনে হলো শারদোৎসবের মূল অর্থ কি -তা হল ঋণশোধের সৌন্দর্য্য। তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল-'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ / দুঃখের অশ্রুহার।' উপনন্দর প্রভুর এই ঋণ পরিশোধের অক্লান্ত আত্মউৎসর্গের সঙ্গে ধরণীতে শরতের প্রকাশকে মিলিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে কবি দেখেছেন জীবনের এক গভীর সত্যের রূপ। 'শারদোৎসব' অভিনয় উপলক্ষে ১৩২৬ সালের একটি রচনায় কবি লিখেছিলেন" শরতের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য্য। শরতে এই-যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে ক্ষেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই প্রকৃতি আপনার ভেতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতাছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা যায়" (রায় ৫৮) ।

'শারদোৎসব' হল ছুটির নাটক। যেমন শরৎকালের ফুল কাশফুল তা বাগানেরও নয় বনেরও নয় সে তার মাঝামাঝি জায়গায় নিজের মতো করে ফুটে আছে। তেমনি শিউলি ফুল ফুটছে, আবার ঝরছে তাতেও প্রকৃতির কোন আসক্তি নেই। এই যে শরতের নীল আকাশের সাদা মেঘ তাতে জলের ভার নেই। এটাই শরতের ছুটির আনন্দ "ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক, ওর সময়ও ছুটির বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজ্য থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবলমাত্র কাজ হচ্ছে – বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা। ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ" (ঠাকুর ৭০)।

শরৎ হলো ছুটির ঋতু। আনন্দে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান আছে শরৎ প্রকৃতিতে। এই বেরিয়ে পড়ার ভাবনা থেকে সবাই মিলে শরতের সুগম্ভীর আনন্দকে ভাগ করে নেয়ার ভাবনা থেকেই শারদোৎসব রচিত। কিন্তু ছুটির সাথে যে আনন্দের যোগ রয়েছে, নাটকের গভীরে সেই ছুটির তত্ত্বের কথায় আছে- সে আনন্দকে খুব সহজে অর্জন করা যায় না। ঋণশোধের কঠিন দুঃখ তপস্যার মধ্যেই সেই ছুটি, সেই আনন্দকে খুঁজে নিতে চেয়েছে উপনন্দ।

'শারদোৎসব' মূলত একটি তত্ত্ব নাটক। কিন্তু এই তত্ত্বের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটেছে গানের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান গুলোর তাৎপর্যগুলো সহজে ধরা পড়ে না কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপকের আকারে অনেক কিছু বলে গেছেন। এই প্রবন্ধে ঋতু সঙ্গীতের ধারায় 'শারদোৎসব' নাটকের গানের তাৎপর্য গুলি নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' রচনার তেরো বছর পরে এই নাটককে 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তর করেন। স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও কবি রবীন্দ্রনাথ হয়তো এই ঋতু নাটকের প্রতি এতটাই অনুগত ছিলেন যে তিনি পরবর্তীতে তাকে 'ঋণশোধ' ছোট নাটকে রূপান্তর করেন। 'ঋণশোধে'র সাথে 'শারদোৎসব' এর প্রধান পার্থক্য নাটকের ভূমিকা আর শেখর চরিত্রের প্রকাশে। 'শারদোৎসব' নাটকের দশটি গান ব্যবহৃত হলেও তিনি চৌদ্দটি গান ব্যবহার করেছেন 'ঋণশোধ' নাটকে।

**তথ্যসূত্র**

মুখোপাধ্যায় প্রভাত। *রবীন্দ্রজীবনী* -২। বিশ্বভারতী ১৩৬৮।
রায় আলপনা। *গানের নাটক নাটকে গান*। দে'জ পাবলিশিং ২০১৭।
তদেব
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী- ১৮*। বিশ্বভারতী ১৩৮৫।
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী- ৫*। বিশ্বভারতী ১৩৮৫।